

া সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৭৭২

২২/ খাদ্যদ্রব্য (كتاب الأطعمة)

পরিচ্ছেদঃ ১৮. পাত্রের উপকারিতা থেকে খাওয়া সম্পর্কে

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

আরবী

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ البَّائِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى المَّحُفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا

صحيح

বাংলা

৩৭৭২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ খাওয়ার সময় যেন পাত্রের মাঝখান থেকে না খায়, বরং সে যেন তার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে। কেননা পাত্রের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়।[1]

সহীহ।

English

Narrated Abdullah ibn Abbas:

The Prophet (ﷺ) said: When one of you eats, he must not eat from the top of the dish, but should eat from the bottom; for the blessing descends from the top of it.

ফুটনোট



[1]. তিরমিয়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ। ইমাম তিরমিয়ী বলেনঃ এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাদিসের শিক্ষা

- * এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:
- ১। এই হাদীসটির দাবি মোতাবেক এটা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম ব্যক্তি যেন খাদ্যদ্রব্যের মাঝখান হতে খাওয়া শুরু না করে বরং নিজের পাশ থেকে খাওয়া শুরু করে। আর খাওয়ার সময় নিজের হাত যেন অন্য লোকদের প্রতিও প্রসারিত না করে। এবং খাবারের মাঝখান থেকেও খবার খেতে শুরু না করে। কিন্তু যখন বিভিন্ন প্রকারের খাবার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকবে অথবা মাঝখানে থাকবে, তখন ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো দিক থেকে কিংবা মাঝখান থেকেও খাবার নিয়ে খাওয়া বৈধ। এবং এই অবস্থায় বিভিন্ন দিক থেকে অথবা মাঝখান থেকে খাবার খেলে কোনো সমস্যা নেই। (এই বিধানটি ওই সময়ে উপযোগী যখন একটি বড়ো ডিশ বা বড় রেকাবি অথবা বড় প্লেটে কয়েক জন ব্যক্তি এক সাথে খেতে বসবে)।
- ১। এই হাদীসটির মধ্যে (আলবারাকা الْبُرَكَةُ) শব্দটির ভাবার্থ হলো: অধিকতর কল্যাণ ও মঙ্গল। আর অধিকতর কল্যাণ ও মঙ্গলের নিদর্শন হলো: স্বাস্থ্য, সুখ, সুস্থতা, তৃপ্তি এবং মনের মধ্যে নিরাপত্তা, আরাম ও শান্তি অনুভব করা আর ভয় ও উদ্বেগ হতে নিরাপদ উপলব্ধি করা। এবং অকল্যাণ ও অমঙ্গলের নিদর্শন হলো: অন্তরের মধ্যে প্রবল লোভ, তীব্র লালসা, স্বার্থপরায়ণতা, অতৃপ্ত থাকা, আত্যন্তিক আত্মস্তরিতা, অত্যধিক মতলবী হওয়া, বিদ্বেষ ও অমঙ্গল, দরিদ্রাতা বা দীনতা, উদ্বেগ ও অস্বন্তিকর অবস্থা এবং অশান্ত মনোভাব বিরাজ করা।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

这 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন